

আধুনিকতা ও নজরুল ইসলাম

রফিকউল্লাহ খান

আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ নির্ণয় সম্ভবত সাহিত্য শিল্পবিচারের সর্বাপেক্ষা জটিল প্রাপ্ত।^১ কেননা, এতো বহুকৌণিক অভিরুচি ও দৃষ্টিকোণ আধুনিকতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ব্যয়িত হয়েছে যে, বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ সেখানে খণ্ডিত হতে বাধ্য। তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, আধুনিকতার ধারণাটি সময় ও সমাজসাপেক্ষ। এর মূলে রয়েছে এক দুরন্ত গতিধর্ম-যা নিত্যনতুন চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও ভাবধারাকে প্রতিনিয়ত বহন করে আনে মানুষের সৃজনশীলতার পটভূমিতে। শিল্পবিচারের নেপথ্যে যে আধুনিক মন ক্রিয়াশীল, তা বহুলাংশে সমকালীন সময়স্বভাব নান্দনিক রুচি ও মানবজীবন সত্য অনুধাবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ সংস্কৃতি-রাজনীতি ও মানব সত্যের সামগ্রিক অনুধাবন ও শিল্পায়ন কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক শিল্পিসত্তার পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার নতুন ধারার প্রবর্তক হিসেবেই কেবল নয়, যে বহুমুখী, গতিশীল জীবনচেতনা আধুনিকতার অন্তলক্ষণ, নজরুলের সৃষ্টিতে তার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। সমকাল লগ্নতা, সমাজ-রাজনীতি-সচেতনতা, দ্বন্দ্ববোধ, চেতনার বিশ্বায়ন প্রভৃতি নজরুলের শিল্পিস্বভাবের মৌল বৈশিষ্ট্য। বিশ শতকের প্রথম দুই শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতির সজ্জন অনুশীলন নজরুল মানসের গভীরতর প্রাপ্ত। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মিথ ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ এবং সাম্প্রতিক মানব অস্তিত্বের সংকট ও সংগ্রামের ঐকান্তিক অনুভব।^২

বাংলা কবিতার ধারায় আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ক্লাসিক সাহিত্য-রূপকে তিনি সমকালীন জীবনাকাজ্যের উপযোগী করে পুনর্সৃষ্টি করেছিলেন। সমাজমানসের সংকট ও সম্ভাবনাকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন রোমান্টিক চৈতন্য দিয়ে। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথে এসে বৈচিত্র্য ও পূর্ণ লাভ করে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্প-ঐতিহ্যের অঙ্গীকার এবং স্বাবলম্বী স্রষ্টামানস তাঁকে বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজসত্য ও শিল্পসত্যের মর্মমূল স্পর্শ করেছিলেন। মহাসমরোত্তর অভাবনীয় সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্যবোধ ও শিল্পরুচির ক্ষেত্রে আলোড়ন সূচিত হয়, পূর্বর্তন কিংবা সমকালীন সাহিত্যের মধ্যে পাঠকমন তৃপ্তির উপকরণ খুব কমই পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও শীর্ষস্পর্শী নান্দনিক শিল্প সম্ভার সমকালচঞ্চল পাঠক মানসে মোহনীয় দূরধ্বনিতে পরিণত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর সামাজিক-রাজনৈতিক বক্তব্য শিক্ষিত নাগরিক

সাহিত্যিকী

মধ্যবিত্তের চিন্তালোকেই আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়-বৃহত্তর জনজীবনে তার আবেদন ছিলো ক্ষীণ। এর কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুধাবনের মতো বৈদম্ব্য ও শিল্পরস গ্রাহিকা শক্তি সম্পন্ন পাঠক তখনো ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়নি। এ-সময়ের পাঠক সম্প্রদায় এমন কিছু প্রত্যাশা করেছে, যা নতুন ব্যঞ্জনায় সচকিত করে তুলতে পারে বিকারগ্রস্ত কালমানসকে জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের আত্মনিমগ্ন ঘুমন্ত পুরীতে জীবন-যৌবনের উত্তেজনা। উপনিবেশশৃঙ্খলিত সাম্রাজ্যবাদীশোষণ, শ্রেণিশোষণ, সামন্তশোষণ, ধর্মশোষণ পীড়িত সমাজমানস তখন উত্তরণ-উপযোগী শিল্প উপকরণের জন্য অপেক্ষা করছিলো উদগ্রীব চিত্তে। কালমানসের এই উত্তেজনা ও উদগ্রীব অপেক্ষার পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব। ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন কালের অসঙ্গতি, অস্থিরতা ও আকাজ্জকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তেমন মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় লক্ষ করে আত্মশক্তির আবাহনকে যথার্থ মনে করলেন।

আধুনিক শিল্পের প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তথা ব্যক্তিসভার সর্বময় স্বীকৃতি-যেখানে ব্যক্তির আত্মজাগরণের মধ্যে সমগ্র সমাজ জীবনের জাগৃতি এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত প্রতিবিম্বিত। শেলির বন্ধনমুক্ত প্রেমথিউস যেমন রোমান্টিক কবি-কল্পনায় মানবযুক্তির সত্যকে নির্দেশ করেছিলো, ঠিক তেমনিভাবেই নজরুলেব বিদ্রোহী 'আমি' সমস্ত জাগতিক অসঙ্গতি ও চেতনাগত পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কিন্তু শেলির কবি-কল্পনায় যা ছিলো ভাবময় ও শূন্যলোকচারী, নজরুলের সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলনে তা জীবনেরই প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে। স্মরণীয় যে, নজরুল বাংলাদেশের একটা নবজাগ্রত জনশ্রেণীর মানসপ্রতিভা ছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নজরুলকে সম্প্রদায়গত, সংকীর্ণ চিন্তার মধ্যে নিষ্কিপ্ত করলো না, বরং সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণকে অভিন্ন বোধের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন। যা ঐ কালের কোনো কবি সাহিত্যিকের মধ্যে থেকা যায়না। নজরুলের ব্যক্তিবৃত্ত ও সমষ্টিভাবনা, তাঁর আত্ম-আবিষ্কার, জাতিসত্তা অনুসন্ধান, ঐতিহ্যনির্বাচন ও বিশ্বাত্মসন্ধানের পথ পরিক্রমায় যে নিগূঢ়-জটিল দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তার মূলেও রয়েছে কবির সমাজভাবনা আত্মবীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষার স্বাতন্ত্র্য। দেশের মুক্তিকামূল তথা জনচিন্তের গভীর থেকেই কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন সেখানে গৌণ। কলোনিশাসিত সমাজের বেদনাকরুণ সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে বাঙালির বিচূর্ণিত মূল্যবোধ, মধ্যবিত্তের হতস্বপ্ন হাহাকার ও সর্বব্যাপ্ত নৈরাশ্যের পটভূমিতে নতুন কাব্য উপাদান ও শক্তি-উৎস সন্ধান করতে হয়েছে নজরুলকে, অমীমাংসিত, অবরুদ্ধ, জড়গ্রস্থ ও সংকটাপন্ন বর্তমান থেকে পলায়নবৃত্ত রচনা করেনি তিনি- সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের মতো। মানব অস্তিত্ব ও শক্তির প্রতি আস্থাশীল কবি অকৃত্রিম আশা ও সম্ভাবনার বাণী-উচ্চারণ করলেন। তাঁর এই আশাবাদ যে-কোনো কালের সমাজসত্তার জন্যই প্রেরণাদায়ক। বাঙালি জাতির সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণের ধাপে ধাপে নজরুলের মানবীয় সম্ভাবনায় অপরিসীম আস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রেরণার আলোকবর্তিকা স্বরূপ বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাধনার মধ্যপর্যায়ে, 'চিত্রা'-র যুগে এসে রচনা করলেন "এবার ফিরাত মোরে" কবিতা। -যেখানে তিনি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুঃখজর্জর মান মুক মুখে ভাষা দানের আহবান জানালেন তাঁর অন্তরের কবিকে। কবির এই নবজীবনসচেতনতার মধ্যেও পথ করে নিয়েছে জীবনদেবতার নিভৃতচারিতা। যুগ যুগ ধরে মানবমাত্রার অভিসারে এই নেপথ্যচারিনী প্রতিনিয়ত শক্তি সঞ্চার করে চলেছে বলে কবির বিশ্বাস। অতঃপর প্রথম মহাসমরের আয়োজনের কালে 'বলাকা' 'ফাল্গুনী'র দ্বিবিধ আঙ্গিকে বিপ্লবাত্মক নবজীবনের কথা বললেন। রজনীগন্ধার পরিবর্তে রক্তজবার অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিলেন। তারুণ্যের পত্র কবির পৌষে তপবনে বহন করে আনলো নববসন্তের উতলা বাণী। গতির আবেগকে ধারণ করার জন্য উদ্দগ্ধ হয়ে উঠলেন কবি। রবীন্দ্রনাথের এই নতুন প্রকৃতির মধ্য দিয়েই যেন আধুনিকতার বহুবর্ণিল রূপ-ঐশ্বর্যের দেখা পেলো। রবিরশ্মির এই সর্বসময় বিকাশ ও বিস্তৃতির কালে নজরুলের আবির্ভাব। বলা চলে রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, তাঁর বাণীর ঐশ্বর্যময় তরুণী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পথ করে নিয়েছে সম্মানের-বাঙালির জন্য বয়ে এনেছে বিশ্বস্বীকৃতি, নজরুলের আবির্ভাব ঠিক সেই সময়ে। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার এই সর্বগ্রামী বিস্তারের মধ্যে নজরুল যে বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচেতনার দিগন্ত উন্মোচন করলেন, চিরাচরিত বাংলা কাব্যধারায় তা ছিলো সম্পূর্ণতাই অভিনব ও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রবলয়ের অসংখ্য কবি, যারা 'বলাকা'য় সুরমূর্ত্যায় আকর্ষিত হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, নজরুল তাঁদের সামনে খুলে দিলেন সম্ভাবনার নতুন দ্বার। রবীন্দ্রনাথের শান্ত-স্নিগ্ধ কাব্য-পরিধিতে আবদ্ধ কবিরা আত্মশক্তিশূণ্য হয়ে আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেছিলো পলায়নপরতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে। নজরুল সেখানে আনলেন আত্মশক্তির দুরন্ত গতিবেগ। কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রবল ধ্বংসযজ্ঞ এবং ধূমকেতুর তাৎক্ষণিক দীপ্তির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকলো না তাঁর কবিতার পরিধি-বৃহত্তর জনজীবনের সর্বস্তরের মূল্যবোধ বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রতিবাদী চেতনার অঙ্গীকারে হয়ে উঠলো সর্বজনীন। একই সঙ্গে জাতিক ও আন্তর্জাতিক সমাজ-রাজনীতির বিপুল ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়ে চলমান কালকে নজরুল সমগ্র সভা দিয়ে গ্রহণ করলেন। বিশ্বজনীন প্রগতিশীল ভাবধারায় সঙ্গে জাতিসত্তার প্রাণসর চেতনার মেলবন্ধন ঘটালেন তিনি।

আধুনিক শিল্পীমনের সর্বাপেক্ষা বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক চৈতন্যের মূলীভূত সত্যের অঙ্গীকার। রবীন্দ্রনাথের মতো মধুসূদনও মহৎ আন্তর্জাতিক। কিন্তু এঁদের সাথে নজরুলের আন্তর্জাতিকতায় বোধে ও বিশ্বাসে পার্থক্য আছে। মধুসূদনের আন্তর্জাতিকতা তাঁর শৈল্পিক মানস-বিহারে, ঐতিহ্যচয়নের নিবিড় ঐকান্তিকতায়। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বহুবিচিত্র ভাবসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নজরুলের আন্তর্জাতিক বোধের উৎস তাঁর স্বভাবজাত সাম্যবাদী চিন্তাধারা, শ্রমজীবী মানুষের সংকট ও সংগ্রামের রক্তিম অনুভূতি। বিশ্বমানবমুক্তির এই সত্য গণতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের জন্য মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস থেকে আহরণ করেছিলেন তিনি। সে-কারণে তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জটিল ক্ষত-সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে তিনি সর্বাংশে পরিহার করেছিলেন। কুলি-মজুর শ্রমিক কৃষাণ মানুষের এই শ্রেণী পরিচয়ই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু কিংবা মুসলিম হিসেবে নয়। সাম্রাজ্যবাদ, জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ বিরোধী চিরকালীন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সঙ্গে নজরুলের শিল্পীসত্তা অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি প্রগতিশীল, গণতন্ত্রকামী সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা এ-সূত্রেই নিরূপিত।

সাহিত্যিকী

নজরুলের শিল্পীসত্তায় প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিলো কালধর্মের গভীর অঙ্গীকার। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সূত্রও এই কালিক টানাপড়েন ও তা থেকে উত্তরণের শিল্প-নির্দেশনার মধ্যে নিহিত। অসহযোগ আন্দোলনের প্রচণ্ড গতিবেগ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, স্বাধীনতার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা নজরুলই প্রথম রাজনৈতিক অর্থে কবিতায় রূপ দিলেন। রাজনীতি তাঁর কাছে পরিণত হলো শিল্পে। জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের সেই মহালগ্নে বাংলা কবিতার নিস্তরঙ্গ পটভূমিতে তিনি কেবল কবিতায় নয়, গদ্যেও নিজ অনুভূতিকে অকপটে প্রকাশ করলেন: ‘আজ চাই সারা ভারতজোড়া একটা বিরাট উলট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্যশানভূমিতে “শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা” কাব্যকুঞ্জের মধুগুঞ্জন শোভা পায়না, সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মত প্রাণে এসে বেধে। আজ চাই মহারুদ্ধের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বীর তর্জন, দুর্দম দুর্দম উচ্চৈশ্বর্য ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণ-উন্মাদ আর তাদের হেঁচা বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ।’^{৩০} কবিতায় যা আবেগ সংবেদনায় অস্থির, গদ্যে তাই অকৃত্রিম আত্ম-উন্মোচনে বস্তুনিষ্ঠ রূপ পেয়েছে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে কবি নিজ জীবনাদর্শ ও কাব্যবোধের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন: ‘বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাত্মে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। একরূপ সে শেলীর Skylark এর মত, মিল্টনের Birds of paradise এর মত এই ধূলিমলিন পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে উঠে স্বপন লোকের গান শোনার। এই খান সে স্বপনবিহারী। আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে-অঙ্গকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহবল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে-তরুলতা যেমন করে সহস্র শেকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে ধরে থাকে তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।.....দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদিকে নেগুচি, টয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি Dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাতে প্রভৃতি।.....যারা ধ্বংসব্রতী তাঁরা ভুগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন: এ দুঃখ এ বেদনার একটা বিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোলনলুচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।’^{৩১} ধ্বংসব্রতী বিদ্রোহীর দলভুক্ত নজরুল সমকালীন সংগ্রামশীল ভারতবর্ষ ও বিশ্বের রাজনীতিমনস্ব কবিপুরুষ।

নজরুল-মানসের অন্যতর বৈশিষ্ট্য তাঁর দ্বন্দ্বিকতা। শিল্পী সত্তার এই দ্বন্দ্বই তাঁকে আধুনিক মনের আবহমান সহযোগী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। কবির অসংখ্য কবিতা, গান ও গদ্যরচনায় এই দ্বন্দ্বময় চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক জীবনের জটিলায়তন রূপ মীমাংসার কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি। মানবমহিমার অগ্রযাত্রা, সমাজ ও সভ্যতার বহমানবতায় দ্বন্দ্বই সেখানে গতির নিয়ামক। দ্রোহ এবং প্রেমের দ্বৈরথে আরোহন করে কবি যে জীবনরূপ সন্ধান করেন, সে-মন নিঃসন্দেহে আধুনিকতার মর্মলোক স্পর্শী। ‘বিদ্রোহী’ একটি চরণই তাঁর দ্বন্দ্বময় কবিমানস অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট: ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্ষ।’ চারিত্রিক এবং শিল্পদর্শগত দ্বন্দ্বময়তা নজরুলকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তেমনি বিশ্বযুদ্ধোত্তর সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল শিল্পীমন অনুধাবনেরও সহায়ক হয়েছে। দ্বন্দ্বোত্তরণের পথনির্দেশনা যে কবি দেননি, তা নয়। তিনি বিশ্বাস করেন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই প্রকৃত উত্তরণ। মানুষের উত্তরণ সভ্যতার

আধুনিকতা ও নজরুল ইসলাম

উত্তরণ, ঔপনিবেশশঙ্কলিত ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনের উত্তরণ।

যে আধুনিক মন বিশ্বযুদ্ধোত্তর সর্বব্যাপ্ত হতাশা, অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের প্রতিক্রিয়ায় বিকারগ্রস্ত ও পলায়নপর, নজরুল তা থেকে স্বতন্ত্র। শান্তি তখনই তাঁর কাম্য, যখন মানুষ সর্বশোষণ-পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সত্তাময় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। সমাজবাস্তবতার গভীর তল তিনি স্পর্শ করলেন এবং হাজার বছরের শূন্যলোকচারী ভাববিহবল বাংলা কবিতাকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসলেন। তাঁর মনের শেকড় মৃত্তিকার গভীরে প্রথিত হলো। যে অহংবোধ-উজ্জীবিত আধুনিক ব্যক্তিসত্তা আত্ম-আবিস্কারের দূরন্ত গতিছন্দে মুহূর্তের জন্যও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বিস্মৃত হয় না, মানবিক সংবেদনা যে উৎকর্ষ নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে যথার্থ মূল্য দিতে জানে-নজরুল ইসলামের কবিমন সেই বিচিত্র বোধের মিলনকেন্দ্র। কালের দর্পনে তিনি অবলোকন করেছেন বিশ্বলোক-চেতনার সে বিশ্বায়ন এই শতকসঙ্কির অস্তিত্বের মধ্যেও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। কালের কোলাহলকে নজরুল মানুষের আত্মসন্ধান, সন্তাসন্ধান ও আত্ম-আবিস্কারের ভেতর-বাইরের শিল্পবস্তুতে পরিণত করলেন। এই কাললগ্নুতাই তাঁর আধুনিকতা এই দুর্লভ শিল্পবৈশিষ্ট্যই নজরুলের কাব্যকে দিয়েছে কালোত্তর মহিমা।

তথ্যনির্দেশিকা

১. Modernism বা আধুনিকতাবাদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত একটি ধারণা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী সাহিত্য শিল্পের তত্ত্বব্যাখ্যায় এ ধারণায় বহুমুখী প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।-

Modernism is a broad term used to refer to a whole range of individual artistic movements and artists, mostly in the first half of the twentieth century. The emphasis tends to be on form rather than content, and represents a deliberate programme to challenge traditional (Often nineteenth century) forms of expression associated with narrative and representation, at the same time often questioning basic tenets relating to western civilization and human progress. In literature it is associated with writers such as James Joyce, Virginia Woolf, Ezra Pound and T.S. Eliot, and with movements such as Imagism and Vorticism; In the visual arts, with cubism, futurism, Dadaism, and surrealism; in music, with Schoenberg and Webern; and in architecture, with Frank Lloyd Wright, Le Corbusier and Mies van der Rohe. The Oxford English reference dictionary, Oxford University Press. New York, 1995, P. 928

২. মিথ ও ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক নান্দনিক এমনকি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা অর্জনের জন্য দ্রষ্টব্য-Lillian feeder, Ancient myths in modern poetry. 1973. Princeton, New Jersey.
৩. 'আজ চাই কি,' নজরুল রচনাবলী, নতুন সংস্করণ, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০
৪. 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯২০